তারিখ 07 JAN 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

দৈনিক সংবাদ

বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা

বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ এবং তার সুপারিশের সম্ভাব্য বাস্তবায়ন নানা কারণে বিলম্বিত। সঙ্গত কারণে বর্তমান অস্থায়ী সরকার এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চান না। অথচ জীবনযাত্রার ব্যয় এত বেড়ে গেছে যে, সরকারী কর্মচারীরা চোখে সর্ষের ফুল দেখছেন। তাই সরকারী কর্মচারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারী বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ মহার্ঘ ভাতা পেতে থাকবেন। এতে জীবন নির্বাহে তাদের কিছুটা সাশ্রয় হবে।

বেসরকারী শিক্ষকরা এই হিসেবের মধ্যে নেই। তাই বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতির মারফত 'অবিলম্বে' সরকারী শিক্ষকদের মত বেসরকারী শিক্ষকদেরও শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দাবী করেছে।

তারা বলছেন, বেসরকারী শিক্ষকরা এমনিতেই গুরুতর বৈষম্যের শিকার। এরশাদ সরকারের আমলে দু'বারে সরকারী শিক্ষকরা শতকরা ২০ ভাগ মহার্ঘ ভাতার সুযোগ পেলেও বেসরকারী শিক্ষকরা মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ ভাতার সুবিধা পেয়েছেন।

বেসরকারী শিক্ষকরা তাদের বেতনের একটা অংশ সরকারী অনুদান থেকে পান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ব্যয় ও শিক্ষকদের বাকী বেতন ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে নির্বাহ করতে হয়।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে এখনও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য। ব্যয়নির্বাহের জন্য ছাত্রছাত্রীদের বেতন বেশী। এতদসত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'চারটি ছাড়া অধিকাংশের অবস্থাই শোচনীয়। ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপাত বেশী। জরাজীর্ণ ভবন। টুটোফাটা আসবাবপত্র। শিক্ষা উপকরণের অভাব।

এসব স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ বলেন, অর্থসংকুলান হয় না বলে ফি বাড়াতে হয়। বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে হয়। আবার শিক্ষকদের অভিযোগ যতটা মাইনে দেয়ার কথা তা দেয়া হয় না। সময়মতো মাইনেও তারা পান না। 'প্রাইভেট টিউশনী' না করলে তাদের দিন [illegible] গুজরান হয় না। চারদিক [illegible] ব্যাঘাত ঘটে।

এক কথায়, বেসরকারী শিক্ষকরা যে বেতন পান, তা দিয়ে অন্যসব সরকারী কর্মচারীর মতোই তাদের সংসার চলে না।

এই অবস্থায় সরকার যখন সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করেছেন, তখন বেসরকারী শিক্ষকরাও ঐ ধরনের মহার্ঘ ভাতা প্রত্যাশা করেন।

জাতি গড়ার কাজে নিয়োজিত সকল শিক্ষক একই ধরনের বেতন-ভাতা পাওয়ার দাবী রাখেন। এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে সবাই হিমশিম খাচ্ছে। নিজের পেটকে খালি রেখে জ্ঞান বিতরণ করাটা কঠিন কাজ। আমরা আশা করবো বর্তমান সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীটি সহানুভূতির সাথে বিচার করে দেখবেন। শিক্ষাখাতে যে কোন ন্যায্য ব্যয় দেশের ভবিষ্যতের জন্য রক্ষাকবচ।